বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ
NATIONAL SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY BANGLADESH

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ আশ্বিন ১৪৩১
৯ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

"জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮" প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০২২ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৭ প্রণীত হয়েছে।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে দক্ষ জনবল গঠনের বিকল্প নেই। যুবদের গুণগত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এনএসডিএ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কীয় সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন ও সনদায়ন এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিবিড়ভাবে কাজ করছে। পাশাপাশি, এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি, শিক্ষিত যুবদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্র বিস্তৃতির ও বিদেশের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলমান আছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)-এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আমি এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের বিস্তৃতি এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির উদ্দেশ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর প্রতিষ্ঠা। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এর পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব শক্তিকে দক্ষ কর্মমূখী জনশক্তিতে উন্নীত করার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দেশে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উপযোগী জনবল তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রতিষ্ঠানটি নিয়োজিত।

বাংলাদেশে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক যুব শক্তি শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। তাদের অধিকাংশই পেশাগত দক্ষতা বিহীন, অদক্ষ। তাদের দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হলে বিদ্যমান জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ সুবিধা অর্জন করা সম্ভব হবে। এমন বাস্তবতায় বর্তমান বিশ্বের বহুমাত্রিক ও পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে যোগসূত্র ঘটিয়ে দেশের যুব সমাজকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এনএসডিএ যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের উপযোগী দক্ষ লোকবল গড়ে তোলা সম্ভব। এজন্য অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসরণ, কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, উপযোগী প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি করা, যথার্থ মূল্যায়নের ভিত্তিতে সনদ প্রদানের কাজগুলো অপরিহার্য। আর এই লক্ষ্যেই জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৭ প্রণীত হয়েছে।

দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী ক্ষেত্র নির্বাচন এবং ঐ রকম পেশাদারিত্ব সৃষ্টি করার কোনো বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যে উদ্ভাবনীমূলক দক্ষতা উন্নয়নে সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে, বিভিন্ন শিল্প সেক্টরের দক্ষতার চাহিদা নিরূপণ করে বিদ্যমান বৈশাদৃশ্য থেকে উত্তরণের জন্য গবেষণা পরিচালনার বিষয়েও এনএসডিএ কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যক্রম তুলে ধরতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি এই প্রকাশনার সার্থকতা কামনা করছি।

(এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া)

উপক্রমণিকা

কর্মক্ষম যুবদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার অন্যতম প্রধান উপায় দক্ষতা উন্নয়ন। সে-কারণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দক্ষতা প্রশিক্ষণের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি। মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য দেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুবসমাজকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এনএসডিএ কাজ করছে। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। এ কারণে পেশার সংকোচন ও নতুন পেশার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। প্রযুক্তির সাথে খাপ-খাওয়াতে দক্ষতা উন্নয়নে নতুন নতুন পাঠ্যক্রম, দক্ষতা স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির বিষয় প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নে প্রচলিত প্রশিক্ষণ কোর্সের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২-এর আলোকে কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। অপরদিকে. ছয় স্তর বিশিষ্ট জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামো (এনএসকিউএফ) বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর (বিএনকিউএফ)-এর সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। এনএসকিউএফ প্রবর্তনের ফলে দক্ষতা প্রশিক্ষণকে উচ্চতর শিক্ষার সাথে সংযোগ ঘটানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ঘটবে।

এনএসডিএ প্রদত্ত সেবাসমূহ ডিজিটাইজ করা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল (www.skillsportal.gov.bd) চালু হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা পোর্টালের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত ১৬টি মডিউলের মধ্যে ইতোমধ্যে অধিকাংশ মডিউল চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারছে। দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও এনএসডিএ-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন, দক্ষতার চাহিদা ও সরবরাহ বিষয়ে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বাজারে বিদ্যমান চাহিদার সমন্বয় সাধন, চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অভিন্ন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, শিল্পে সংযুক্তি ও শিক্ষানবিশ নিয়োগে সহযোগিতা, উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যোগ্য ও প্রত্যায়িত অ্যাসেসর দ্বারা অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রমে পরিচালনাসহ অন্যান্য কাজে এনএসডিএ-কে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প দক্ষতা পরিষদ (Industry Skills Council: ISC) গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ১৬টি আইএসসি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল হতে এনএসডিএ-নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ২৭টি প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন করা হয়েছে।

দেশের যুবসমাজের একটি বড় অংশ প্রশিক্ষণ ছাড়াই দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত থেকে সংশ্লিষ্ট পেশায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্তু এ-সকল কর্মীদের দক্ষতার কোনো সনদ না থাকায় তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। তাই তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (RPL) প্রদানের মাধ্যমে উন্নততর কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং অধিকতর উপার্জন করার বিষয়েও এনএসডিএ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আশার কথা যে, উল্লেখযোগ্য হারে যুবরা আরপিএল সনদ গ্রহণ করছেন।

এনএসডিএ-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিবেদনটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণ ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করেছেন। তাদের সকলকে ধন্যবাদ।

প্রতিবেদন প্রকাশে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দিকনির্দেশনা এবং এ প্রকাশনার জন্য তাঁর প্রেরিত বাণী আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

নাসরীন আফরোজ
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)

সম্পাদকীয়

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের যুবরা ক্রমাগত শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। দেশ ও বিদেশে পেশার চাহিদার ওপর ভিত্তি করে যুবদের যথাযথ দক্ষতা প্রশিক্ষণ বর্তমানে প্রায় সতেরো কোটির বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা ভোগ করছে। যথাযথভাবে এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ইপ্সিত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। দেশের এ কর্মক্ষম যুবগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনামাফিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হলে তারা দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করে নিতে পারবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কাজ করছে।

অপরদিকে, এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ টিএপিপির আওতায় প্রচার-প্রচারণা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০২২ বাস্তবায়ন, একীভূত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয়, গবেষণা পরিচালনা এবং পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তিসহ (Mutual Recognition Agreement: MRA) বেশকিছু কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এনএসডিএ-এর চারটি উইং-এর সম্পাদিত কার্যক্রম একীভূত করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। আশা করি, এ প্রকাশনা অংশীজন, গবেষক এবং সংশ্লিষ্টদের কাজে লাগবে।

প্রতিবেদন তৈরিতে সার্বক্ষণিক তদারকি এবং নির্দেশনা দিয়েছেন এনএসডি-এর সম্মানীত নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব নাসরীন আফরোজ মহোদয়। তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। এনএসডিএ-এর সম্মানীত সদস্যবর্গ প্রতিবেদনটির মান উন্নয়নে পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রকাশনার জটিল কাজটি বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও, খসড়া তৈরি, বিভিন্ন উৎস হতে ছবি সংগ্রহ, প্রুফ দেখার কাজে আমার সহকর্মীগণ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তথ্যউপাত্ত সংগ্রহকালীন ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করা হলেও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মুদ্রণজনিত প্রমাদসহ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করছি।

মোঃ জোহর আলী
সদস্য (যুগ্মসচিব)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

সার্বিক তত্ত্বাবধান

নাসরীন আফরোজ, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব), এনএসডিএ

সম্পাদক

মোঃ জোহর আলী, সদস্য (যুগ্মসচিব), এনএসডিএ

সহযোগী সম্পাদক

বেগম আলিফ রুদাবা, সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), এনএসডিএ
মোঃ আব্দুস সামাদ, সদস্য (যুগ্মসচিব), এনএসডিএ

সম্পাদনা সহকারী

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, পরিচালক, এনএসডিএ

শব্দ সংক্ষেপ

এপিএ (APA)	বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement)
বিএনকিউএফ (BNQF)	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (Bangladesh National Qualification Framework)
বিটিইবি (BTEB)	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (Bangladesh Technical Education Board)
সিএডি (CAD)	কোর্স অ্যাক্রেডিটেশন ডকুমেন্ট (Course Accreditation Document)
সিবিসি (CBC)	কম্পিটেন্সি বেজড কারিকুলাম (Competency Based Curriculum)
সিবিএলএম (CBLM)	কম্পিটেন্সি বেইজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (Competency-Based Learning Material)
সিওই (COE)	সেন্টার অব অ্যাক্সিলেন্স (Centre of Excellence)
সিএস (CS)	কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (Competency Standard)
জিওবি (GoB)	গর্ভনমেন্ট অব বাংলাদেশ (Government of Bangladesh)
আইএলও (ILO)	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (International Labour Organization)
আইএসসি (ISC)	ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (Industry Skills Council)
কেপিআই (KPI)	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator)
এলডিসি (LDC)	স্বল্পোন্নত দেশ (Least Developed Country)
এলএমআইএস (LMIS)	লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম (Labour Market Information System)
এমআরএ (MRA)	পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (Mutual Recognition Agreement)
এনএইচআরডিএফ (NHRDF)	জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (National Human Resource Development Fund)
এনজিও (NGO)	নন-গভর্মেন্ট অর্গানাইজেশন (Non-Government Organization)
এনএসডিএ (NSDA)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (National Skills Development Authority)
এনএসডিসি (NSDC)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (National Skills Development Council)
এনএসডিপি (NSDP)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (National Skills Development Policy)
এনএসপি (NSP)	ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল (National Skills Portal)
এনএসকিউএফ (NSQF)	ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (National Skills Qualification Framework)
এনওয়াইসি (NYC)	নট ইয়েট কম্পিটেন্ট (Not Yet Competent)
পিআইসি (PIC)	প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি (Project Implementation Committee)
পিএসসি (PSC)	প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (Project Steering Committee)
কিউএ (QA)	কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স (Quality Assurance)
আরপিএল (RPL)	পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning)
এসটিপি (STP)	স্কিলস ট্রেইনিং প্রোভাইডার/দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (Skills Training Provider)
টিভিসি (TVC)	টেলিভিশন কমার্সিয়াল (Television Commercial)
টিএপিপি (TAPP)	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব (Technical Assistance Project Proposal)
টিভিইটি (TVET)	কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Technical and Vocational Education & Training)